INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

জৈন দর্শনে গুণ ও পর্যায়

* ড. দিবাকর মান্না

https://doi.org/10.5281/zenodo.18115835

Abstract:

ভারতীয় দর্শনে সৎ বস্তুর ধারণা বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। অদ্বৈতবাদীরা যা ত্রিকাল অবাধিত তাকেই সৎ বস্তু বলেন। নৈয়ায়িকেরা দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থের সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে সত্তা দু'প্রকার– 'আছে' বলে অনুভব হয় এমন সত্তা ভাব–রূপ সত্তা। 'নেই' বলে অনুভব হয় এমন সত্তা আভাব-রূপ সত্তা। ভাব সত্তাও যেমন সত্য, অভাব সত্তাও তেমনি সত্য। বৌদ্ধরা স্থায়ী বস্তুর সত্তা স্বীকার করে না। কেননা স্থায়ী বস্তুর কোন অর্থক্রিয়াকারিত্ব নেই। আর অর্থক্রিয়াকারিত্বই তাঁদের মতে সৎ বস্তুর লক্ষণ। জৈনরা বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বের উপর বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত। অর্থক্রিয়াকারিত্ব গ্রহণযোগ্য মতবাদ না হলে ক্ষণিকত্ববাদও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আরও কথা এই যে, অর্থক্রিয়াকারীত্বের অনুরোধে সকল বস্তু ক্ষণিক মানা হলে আত্মাকেও ক্ষণিক মানতে হবে। সেক্ষেত্রে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, ব্যক্তি–অভিন্নতার বোধ (Personal Identity) ব্যাখ্যা করা যাবে না। মোক্ষলাভের প্রশ্নও অসঙ্গত হয়ে পড়বে। কেননা আত্মার স্থায়িত্ব না মানা হলে কার মোক্ষ লাভ হবে ? জৈনরা তাই উৎপত্তি–বিনাশ–স্থিতিশীল বস্তুই সৎ এরূপ সৎ-এর লক্ষণ বলে থাকেন। আর এই প্রবন্ধটি জৈন মতের অনুকূলেই বিস্তারিতভাবে খতিয়ান দেবে ।

** সহকারী অধ্যাপক, তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজ*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

জৈন মতে সৎ বস্তুর ধারণা : গুণ ও পর্যায় :-

ভারতীয় দর্শনে সৎ বস্তুর ধারণা বিভিন্ন প্রকার দেখা যায়। অদ্বৈতবাদীরা যা ত্রিকাল অবাধিত তাকেই সৎ বস্তু বলেন। তাঁদের মতে, একমাত্র ব্রহ্মই কোন কালে বাধিত হয় না। তাই ব্রহ্মই একমাত্র সৎ বস্তু। জাগ্রত কালে যে জগৎ থাকে, সুষুপ্তিকালে সে জগৎ থাকে না। ব্রহ্ম জ্ঞান হলে জগৎ যে সত্য নয়, আরোপিত তা জানা যায়। তাই জগতের সর্বকালে সত্তা স্বীকৃত নয়। কেবল ব্যবহারকালে তার সত্তা স্বীকৃত হয় বা হতে পারে। রজ্জুতে যখন সর্পের প্রতিভাস হয় তখন ভ্রান্তদর্শীর কাছে সর্প অত্যন্ত সৎ বলে মনে হয়। ঐ সর্প দর্শনে ভ্রান্তদর্শীর ভয়, কাঁপুনি, পলায়ন-প্রবৃত্তি প্রভৃতি উৎপন্ন হতে দেখা যায়। কিন্তু প্রতিভাস-অন্তে সর্প রজ্জু জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় বলে তার সর্বকালীন সত্তা স্বীকৃত হতে পারে না। নৈয়ায়িকেরা দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থের সত্তা বা অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁদের মতে সত্তা দু'প্রকার– 'আছে' বলে অনুভব হয় এমন সত্তা ভাব–রূপ সত্তা। 'নেই' বলে অনুভব হয় এমন সত্তা আভাব-রূপ সত্তা। ভাব সত্তাও যেমন সত্য, অভাব সত্তাও তেমনি সত্য। বৌদ্ধরা স্থায়ী বস্তুর সত্তা স্বীকার করে না। কেননা স্থায়ী বস্তুর কোন অর্থক্রিয়াকারিত্ব নেই। আর অর্থক্রিয়াকারিত্বই তাঁদের মতে সৎ বস্তুর লক্ষণ। অর্থক্রিয়াকারিত্ব বলতে তাঁরা কার্যোৎপাদন যোগ্যতাকে বোঝেন। ঘরে রাখা বীজ অঙ্কুর উৎপন্ন করে না; মাঠে পোঁতা বীজ অঙ্কুর উৎপন্ন করে দেখা যায়। কাজেই অঙ্কুর উৎপাদনের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তের বীজ অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ; স্থায়ী বীজ নয়। তাই তাঁরা ক্ষণিক বস্তুকেই সৎ বস্তু বলেন– সর্বং ক্ষণিকং সত্তাৎ। কারণ কেবল ক্ষণিক বস্তুরই সত্তা বা কার্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা আছে। মীমাংসকেরা ও জৈনরা এই মত সমর্থন করেন না। মীমাংসকরা বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বকে সৎ বস্তুর লক্ষণ মানা হলে সবিকল্পক জ্ঞানকে যথার্থ মানতে হবে। কেননা সবিকল্পক জ্ঞান যে অর্থক্রিয়াকারী তা অস্বীকার করা যায় না। 'ঐ দূরে জল' এরূপ সবিকল্পক জ্ঞানের পর পিপাসার্ত ব্যক্তির জলপানের প্রবৃত্তি দেখা যায়। জলপানের জন্য সে জলপ্রদেশে গমন করে এবং জল প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধ মতে, জ্ঞান কেবল বিষয়কে দেখায় না, বিষয়ে প্রবৃত্ত করে এবং বিষয়কে পাইয়ে দেয়। তাই প্রদর্শকত্ব, প্রবর্তকত্ব এবং প্রাপকত্ব জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। সবিকল্পক জ্ঞানেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকায় এই জ্ঞানকে যথার্থ স্বীকার না করার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। কিন্তু বৌদ্ধরা সবিকল্পক জ্ঞানের প্রামাণত্ব স্বীকার করেন না। অর্থক্রিয়াকারিত্ব সৎ বস্তুর লক্ষণ হলে সবিকল্পক জ্ঞানকে কখনই অযথার্থ বলা সঙ্গত হতে পারে না। অথচ বৌদ্ধরা সবিকল্পক জ্ঞান অর্থক্রিয়াকারী হলেও তাকে সৎ বলেন না। জৈনরা বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্ব সৎ বস্তুর লক্ষণ হতে পারে না। কেননা, রজ্জুতে যখন সর্প ভ্রম হয় তখন ভয়, কম্প, পলায়নাদি প্রবৃত্তি উৎপন্ন হলেও সর্পকে সৎ মনে করা হয় না। অর্থক্রিয়াকারী হলেও তাকে সৎ বলেন না। জৈনরা বলেন, অর্থক্রিয়াকারিত্বের উপর বৌদ্ধদের ক্ষণিকত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত। অর্থক্রিয়াকারিত্ব গ্রহণযোগ্য মতবাদ না হলে ক্ষণিকত্ববাদও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আরও কথা এই যে, অর্থক্রিয়াকারীত্বের অনুরোধে সকল বস্তু ক্ষণিক মানা হলে আত্মাকেও ক্ষণিক মানতে হবে। সেক্ষেত্রে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, ব্যক্তি–অভিন্নতার বোধ (Personal Identity) ব্যাখ্যা করা যাবে না। মোক্ষলাভের প্রশ্নও অসঙ্গত হয়ে পড়বে। কেননা আত্মার স্থায়িত্ব না মানা হলে কার মোক্ষ লাভ হবে ? বৌদ্ধরা কর্মবাদ স্বীকার করেন। কর্মবাদের দু'টি প্রধান নিয়ম হল : যিনি কর্ম করেন, তিনি ফলভোগ করেন; আর যিনি কর্ম করেন না, তিনি ফলভোগ করেন না। প্রথম নিয়ম লঙ্ঘন করলে কৃতহানি দোষ হয়।

অর্থাৎ কর্ম করা হল অথচ ফলভোগ হল না। আর দ্বিতীয় নিয়ম লঙ্ঘন করলে অকৃত অভ্যুপাগম দোষ হয়। অর্থাৎ কর্ম না করা সত্বেও ফলভোগ হয়েছে। স্থায়ী আত্মা না মানা হলে একজনের কর্ম অপরে ভোগ করবে এরূপ অব্যবস্থা দেখা দেবে। আরও বক্তব্য : ক্ষণিকত্ববাদ মানা হলে মানুষের নৈতিক জীবন অর্থহীন হয়ে পড়বে। কেননা সেক্ষেত্রে নৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কেউই সচেষ্ট হবে না। জৈনরা তাই উৎপত্তি-বিনাশ-স্থিতিশীল বস্তুই সৎ এরূপ সৎ-এর লক্ষণ বলে থাকেন। উমাস্বামীকে উদ্ধৃত করে বলা যায় : উৎপাদ-ব্যয়- ধ্রৌবযুক্তম্ সৎ। উৎপাদ অর্থৎ উৎপত্তি, ব্যয় অর্থাৎ বিনাশ এবং ধ্রৌব অর্থাৎ স্থিতিশীল বস্তুই সৎ। জৈনরা দ্রব্যকে সৎ পদার্থ বলেন। কেননা তাঁদের মতে, গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট সৎ পদার্থই দ্রব্য। গুণপর্যায়বৎ দ্রব্যম্। জৈনরা দ্রব্যের নিত্য ধর্মকে 'গুণ' আখ্যা দেন; আর অনিত্য ধর্মকে 'পর্যায়' বলেন। যেমন, চৈতন্য আত্মা নামক দ্রব্যের স্বাভাবিক বা স্বরূপগত ধর্ম। এই ধর্মটি আত্মা নামক ধর্মীতে সর্বদাই বর্তমান থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, এই ধর্মটি ছাড়া আত্মার অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। তাই স্থিতিশীল নিয়ত ধর্মকে 'গুণ' বলা হয়। অপরপক্ষে, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আগন্তুক ও পরিবর্তনশীল আত্মধর্মকে 'পর্যায়' আখ্যা দেওয়া হয়। সুতরাং এক অর্থে দ্রব্য স্থিতিশীল এবং অন্য অর্থে দ্রব্য পরিবর্তনশীল। গুণের দিক থেকে দ্রব্য অপরিণামী বা অপরিবর্তনশীল; কিন্তু পর্যায়ের দিক থেকে দ্রব্য পরিণামী বা পরিবর্তনশীল। আপাতদৃষ্টিতে দ্রব্য পরিণামী ও অপরিণামী, স্থিতিশীল ও পরিবর্তনশীল উভয়ই স্বীকার করা হলে স্ববিরোধ দেখা দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জৈনরা একান্তবাদী নন, অনেকান্তবাদী। তাঁদের মতে বস্তুসত্তার (Reality) অনন্ত ধর্ম আছে- অনন্তধর্মাকম্ বস্তু। এই ধর্মগুলির কতকগুলি সদর্থক (Positive), আবার কতগুলি নঞর্থক (Negetive)। কোন অবধারণে (Judgment) বস্তুসত্তার দিকগুলি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অবধারণে বস্তুসত্তার এক একটি দিক প্রকাশ হতে পারে মাত্র; কিন্তু সকল দিকের প্রকাশ সম্ভব নয়। যেমন, যখন বলা হয় 'ঘটটি অস্তিত্বশীল' তখন একটি বিশেষ দেশে বিশেষ কালের ঘটটির অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় মাত্র। ঘটটি সর্বদেশে সর্বকালে আছে এটি বলা ঐ অবধারণের উদ্দেশ্য হতে পারে না। জৈনরা একে অন্ধের হাতি দর্শনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একজন অন্ধ ব্যক্তি হাতির পা স্পর্শ করে বলল 'হাতি থামের মত'। তার এই উক্তি হাতির একটি দিক সম্বন্ধে সত্য; কিন্তু সকল দিক সম্পর্কে সত্য নয়। অনুরূপভাবে, অনন্তধর্মবিশিষ্ট বস্তুসত্তাকে কখনই একটি অবধারণে প্রকাশ করা যায় না। যে অংশটি অবধারণে ভেসে ওঠে, সেটি আংশিক সত্য, আপেক্ষিকভাবে সত্য। তাই জৈনদের মত আপেক্ষিক বহুত্ববাদ (Relative Pluralism) নামে খ্যাত। একথা স্মরণ রাখলে দ্রব্য কোন বিশেষ দিক থাকে পরিণামী বা পরিবর্তনশীল এবং অপর কোন বিশেষ দিক থেকে অপরিণামী বা অপরিবর্তনশীল বলায় কোন দোষ হয় না। একই সঙ্গে কোন দ্রব্য পরিবর্তশীল এবং অপরিবর্তশীল বললে অবশ্যই বিরোধ দেখা দেবে। মনে রাখা প্রয়োজন, জৈনরা বেদান্ত দর্শনের শাশ্বতবাদ বা বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকত্ববাদ উভয় মতের বিরোধিতা করেছেন। কেননা উভয় মতই একান্তবাদী অর্থাৎ বস্তু সত্তার একটি দিকের প্রকাশক মাত্র। সত্য হল : গুণের দিক থেকে বিচার করলে যে দ্রব্য শাশ্বত বা নিত্য বলে বোধ হয়, পর্যায়ের দিক থেকে বিচার করলে সেই দ্রব্যই অনিত্য বা উৎপাদ-বিনাশশীল বলে বোধ হয়। এই জন্য জৈন দার্শনিকেরা সকল অবধারণের সঙ্গে 'স্যাৎ' এই অংশটি জুড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। 'স্যাৎ' কথার মানে

'হতে পারে' বা 'সম্ভবতঃ' বা 'হয়তো'। কিন্তু 'হতে পারে' বা 'সম্ভবতঃ' বা 'হয়তো' শব্দের দ্বারা সংশয় প্রকাশ পায়।

জৈনরা পাইরো সম্প্রদায়ের মত সংশয়বাদী নন। পাইরো মনে করেন, কোন অবধারণই নিশ্চিতভাবে সত্য দাবী করা যায় না। তাই প্রত্যেক অবধারণের সত্যতাকেই সংশয় করা যায় না। জৈনরা কিন্তু কোন অবধারণ নিশ্চিতভাবে সত্য নয় এমন কথা বলে না। যে দৃষ্টিভঙ্গী থেকে অবধারণটি বলা হয়েছে, সে দিক থেকে সেটি নিশ্চিতভাবে সত্য। যেমন, অন্ধ ব্যক্তি বলেন 'হাতিটি থামের মত' (হস্তি স্তম্ভঃ ইব) তখন সেই অবধারণটি হাতির পায়ের দিক থেকে সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু হাতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য নয়, আপেক্ষিকভাবে সত্য। অন্যভাবে বলা যায়, প্রত্যেকটি অবধারণ বস্তু সত্তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্য এক দিক থেকে, (Wholly truth about reality from a certain standpoint) কিন্তু সর্বাঙ্গ সত্য বা সম্পূর্ণ সত্য নয় (but not the whole truth about reality)। জৈন দর্শন আমাদের সবসময় মনে করিয়ে দেয় যে প্রত্যেকটি অবধারণ আপেক্ষিক বা শর্তাধীনভাবে সত্য। তাই প্রত্যেকটি অবধারণের পূর্বে 'স্যাৎ' শব্দটি যোগ করা একান্ত প্রয়োজন। এর দ্বারা যেমন পরমত সহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়, তেমনি পরমতের প্রতি শ্রদ্ধাও জ্ঞাপিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, শর্তসাপেক্ষভাবে সব অবধারণ সত্য, শর্তনিরপেক্ষভাবে কোন অবধারণ সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না।

জৈন মতে দ্রব্য : গুণ ও পর্যায়ঃ-

জৈন দার্শনিকেরা একদিকে যেমন বস্তুবাদী অন্যদিকে তেমনি বহুত্ববাদীও বটে। বস্তুর মন-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের মতবাদ বস্তুবাদ নামে পরিচিত। যাঁরা তত্ত্ব বা সত্য এক নয়, বহু স্বীকার করেন তাঁদের মতবাদ বহুত্ববাদ নামে পরিচিত। জৈনরা মনে করেন, জগতে অসংখ্য বস্তু আছে। সেই সব বস্তুকে আমরা দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। একটি হল জীব এবং অন্যটি অজীব। জীব বলতে বোঝায় যার চৈতন্য আছে (চেতনালক্ষণো জীবঃ)। সুতরাং অজীব বলতে বোঝায় যার চৈতন্য নেই। অন্য দর্শনে যাকে আত্মা বা পুরুষ বলা হয়েছে জৈন দর্শনে তাকে জীব বলা হয়েছে। এই জীব সংখ্যায় বহু। জীবকে বহু স্বীকার না করে অদ্বৈতবাদীদের মত এক স্বীকার করা হলে বদ্ধ জীব ও মুক্ত জীবের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হত না। কর্মফল ভেদে কোন জীব পাপী ও কোন জীব পুণ্যবান এরূপ ভেদ সম্ভব হত না। এক কথায়, জীবের পরস্পর ভেদ ব্যাখ্যা করা সেক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ত। যদিও জীবমাত্রেই গুণগতভাবে চেতন, কিন্তু পরিমাণগতভাবে জীব যে নানা বা বহু তা অস্বীকার করা যায় না। জীবের বহুত্বে অভিজ্ঞতাই প্রমাণ। জৈনদের জীবকে লাইবনিজের চিদনুর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। জৈনদের মত লাইবিনিজও চিদনু অসংখ্য স্বীকার করেছেন, যদিও সকল প্রকার চিদনু কম-বেশী ভাবে চেতন। দেহভেদে চৈতন্যর তারতম্য জৈন দর্শনেও স্বীকৃত। সকল প্রকার কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত যে জীব তার চৈতন্য সর্বাপেক্ষা বেশী। পক্ষান্তরে কর্মের প্রতিবন্ধকতা নিবন্ধন ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও উদ্ভিদ দেহধারী জীবের চেতনা অপেক্ষাকৃত কম। আপাতদৃষ্টিতে কোন কোন জীবকে চৈতন্যহীন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু লাইবনিজের ঘুমন্ত চিদনুর (Sleeping moods) মত এই সব জীব চেতনহীন বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে চেতনহীন নয়। এদের মধ্যে চৈতন্য প্রতিরুদ্ধ বা অস্পষ্ট হয়ে আছে মাত্র। অন্যভাবে বলা যায়, উচ্চতর ও নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে চৈতন্যের তারতম্য থাকলেও চৈতন্যের অভাব থাকতে পারে না। তাই এই চৈতন্য

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

কেবল জীবের বৈশিষ্ট্যই নয়, স্বরূপগত ধর্মও বটে। জীবের এই স্বরূপগত স্বাভাবিক ধর্মকেই ‘গুণ’ (quality) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্বরূপগত ধর্ম ছাড়াও জীবের কতকগুলি আগন্তুক ধর্মও স্বীকার্য। যেমন, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জীবের আগন্তুক ধর্ম। একে জৈন দর্শনে ‘পর্যায়’ (modes) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, গুণের জন্য দ্রব্য স্থিতিশীল ও ধ্রুব বলে মনে হয়। কিন্তু পর্যায়ের জন্য দ্রব্য পরিবর্তনশীল অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশ যুক্ত বলে মনে হয়। এই কারণে উমাস্বামী তাঁর ‘তত্ত্বার্থসূত্র’-এ দ্রব্যের লক্ষণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলেছেন– “গুণ-পর্যায়বৎ সৎ দ্রব্য লক্ষণম্”। গুণ ও পর্যায়বিশিষ্ট সৎ বস্তুই দ্রব্য। গুণ দ্রব্যে আশ্রিত। তাই গুণকে ধর্ম ও দ্রব্যকে ধর্মী বলা হয়। মনে রাখতে হবে, গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। আবার দ্রব্য সত্তাও গুণ ও পর্যায় ছাড়া জানা যেতে পারে না। দ্রব্যকে সৎ বলার কারণ দ্রব্য একদিকে যেমন স্থতিশীল ও অপরিণামী (গুণের দিক থেকে) বলা যায়, অন্যদিক থেকে (পর্যায়ের দিক থেকে), তেমনি উৎপত্তি-বিনাশযুক্ত পরিণামীও বলা যায়। উমাস্বামী তাই ‘সৎ’ এর লক্ষণে বলেছেন : ‘উৎপাদ-ব্যয়-বৌব্রযুক্তম্ সৎ’। এখানে উৎপাদ-ব্যয় বলতে পরিবর্তনশীল সত্তা পর্যায়কে এবং বৌব্র বলতে অপরিবর্তনশীল সত্তা গুণকে বুঝতে হবে। আশংকা হতে পারে : দ্রব্য এক সাথে কিভাবে পরিবর্তনশীল এবং অপরিবর্তনশীল বিরুদ্ধ ধর্মসম্পন্ন হবে ? তাৎপর্য এই যে, পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম একই সাথে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে না। একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে; কিংবা একটি মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য হবে। অর্থাৎ একই সঙ্গে উভয়ই সত্য বা উভয়ই মিথ্যা হতে পারবে না। ফলে দ্রব্য সম্পর্কে জৈনদের মত যৌক্তিক দিক (Logically) থেকে গ্রাহ্য হতে পারবে না। এরূপ আশংকার উত্তরে জৈনদের স্বপক্ষে বলা যায় যে, জৈনরা বস্তুসত্তা বা তত্ত্বকে অনেক ধর্মবিশিষ্ট (অনন্তধর্মাকং বস্তু) বলে মানেন। কাজেই ঐ বস্তু সত্তা সম্পর্কে কোন উক্তি বা অবধারণ সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে না, আপেক্ষিকভাবে সত্য হতে পারে মাত্র। তাই একদিক থেকে বিচার করলে দ্রব্যসত্তা যেমন পরবর্তনশীল বলা যায়, অন্যদিক থেকে বিচার করলে দ্রব্যসত্তা অপরিবর্তনশীল বলায় কোন বিরোধ বা বাধা থাকতে পারে না।

জৈন মতে, জীব বা আত্মা স্বরূপতঃ নিরাকার। এই নিরাকার আত্ম সাকার দেহের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। দেহ প্রকৃতপক্ষে আত্মা থেকে ভিন্ন। কিন্তু আত্মা যেমন নিজেকে প্রকাশ করে তেমনি সমগ্র দেহকে প্রকাশিত করে। এজন্য আত্মা বা জীবকে আলোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আলোকরশ্মি যেমন নিজেকে প্রকাশ করে তেমনি সমগ্র ঘরকেও প্রকাশিত করে। ঘরকে প্রকাশ করা জন্য আলোককে ঘর-স্বরূপ বলা যায় না, ঘরের প্রকাশক মাত্র বলা যায়। অনুরূপভাবে, দেহের মধ্য দিয়ে আত্মা বা জীবের প্রকাশ ঘটলেও আত্মা বা জীব দেহস্বরূপ নয়। ‘আমি স্থূল’ ‘আমি কৃশ’ ইত্যাদি প্রয়োগ আত্মবোধক আমি দেহের সাথে অভিন্ন মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, আত্মার সাথে দেহের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেও আত্মা দেহ নয়, দেহ থেকে ভিন্ন। আত্মা যে দেহ থেকে অতিরিক্ত বা ভিন্ন তার প্রমাণ হল আমরা মৃতদেহকে দেখে বলি – এই দেহে আত্মা নেই। আত্মা ও দেহ অভিন্ন হলে এরূপ উক্তি দুরুক্তি হত। যেমন ‘আমার মা বন্ধ্যা’ কিংবা ‘আলোপ্রদানকারী সূর্যের কোন অস্তিত্ব নেই’– এরূপ উক্তি অর্থহীন প্রলাপ মাত্র। চার্বাকরা যে চৈতন্যকে দেহের ধর্ম বলেন তা সঙ্গত হতে পারে না। নিদ্রাকালে, মূর্চ্ছাকালে এবং মৃতদেহে চৈতন্য থাকে না, যদিও দেহ থাকে। আরও কথা এই যে, দেহ চৈতন্যের

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

কারণ হলে দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের সাথে সাথে চৈতন্যের বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রত্যক্ষ করা যেত। তা কিন্তু প্রত্যক্ষ করা যায় না। তাই চার্বাক মত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। জৈন আত্মাকে মধ্যম পরিমাণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, নৈয়ায়িকদের মত বিভু পরিমাণ কিংবা রামানুজের মত অণু পরিমাণ বলে স্বীকার করেননি। তাঁদের মতে আত্মা বা জীব সমস্ত দেহ জুড়ে থাকে। দেহের বাইরে এর কোন বিস্তৃতি নেই। আলোক যেমন যেখানে থাকে সেখানে আলোকিত করে, আত্মাও তেমনি যে দেহে অবস্থান করে সেই দেহকে চৈতন্যযুক্ত করে রাখে। ফলে দেহের সব অংশের অনুভূতি জীবের পক্ষে লাভ করা সম্ভব। জৈনরা মনে করেন, দেহ যতটা বিস্তৃত, আত্মা বা জীব ততটাই বিস্তৃত। একটি পিঁপড়ের আত্মা এবং একটি হাতির আত্মা এক রকমের নয়। পিঁপড়ের আত্মা থেকে হাতির আত্মা বড়, কারণ পিঁপড়ের দেহ থেকে হাতির দেহ বড়। এইভাবে দেহভেদে আত্মার ভেদ অবশ্য স্বীকার্য। মনে রাখতে হবে, জড় বস্তুর বিস্তৃতির সাথে আত্মার বিস্তৃতির মৌলিক পর্থক্য আছে। একটি জড় বস্তু যে স্থান অধিকার করে থাকে, সেই স্থান অন্য জড় বস্তু অধিকার করতে পারে না। দুটি আত্মা কিন্তু দুটি আলোকের মত একই স্থান অধিকার করে থাকতে পারে। জৈনমতে তাই আত্মা অমূর্ত হয়েও অস্তিকায়। যে সব দ্রব্য দেশ বা বিস্তৃতি জুড়ে থাকে তাদের অস্তিকায় দ্রব্য বলে। আত্মা যেহেতু সমগ্র দেহে বিস্তৃত হয়ে থাকে তাই আত্মাকে অস্তিকায় বলা হয়েছে। অপরপক্ষে যে সব দ্রব্য দেশ জুড়ে থাকে না অর্থাৎ যার কায় বা দেহ নেই তাকে অনস্তিকায় দ্রব্য বলে। জৈন মতে, একমাত্র কাল অনস্তিকায় দ্রব্য। কাল ছাড়া আর সব দ্রব্যই অস্তিকায়। লক্ষণীয়, জীব বা আত্মার বিস্তৃতি অন্য কোন ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত হয় নি।

জৈন মতে, দেহ ও আত্মা সমব্যাপক (Co-extensing) অর্থৎ সমগ্র দেহ জুড়েই আত্মার অবস্থান এবং দেহের বাইরে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার্য নয়। তাই বলে দেহ ও আত্মা এক নয়। দেহ এক অর্থে আত্মা থেকে ভিন্ন; আবার অন্য অর্থে অভিন্ন। দেহ ছাড়া আত্মা থাকতে পারে না। তাই দেহকে আত্মা মনে হয়। আবার মৃতদেহাদিতে আত্মা বা চৈতন্য থাকে না বলে আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন বোধ হয়। এই জগতে আত্মা দেহবিশিষ্ট এবং ইন্দ্রিয় ও মনের অধিকারী বলে প্রতীত হয়। এগুলি আত্মাকে জানতে সাহায্য করে মাত্র। মনে রাখা প্রয়োজন, দেহ-ইন্দ্রিয়াদি জৈন মতে আত্মার অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে বাধার সৃষ্টি করে। এই প্রতিবন্ধক না থাকলে আত্মা সরাসরি সব কিছু জানতে পারত। এই দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি প্রতিবন্ধক থেকে বিযুক্ত আত্মাই সর্বজ্ঞ এবং মুক্ত নামে পরিচিত।

জৈন মতে, আত্মা বা জীব স্বরূপতঃ অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্যের অধিকারী। এই অত্মা জ্ঞাতা কর্তা ও ভোক্তা। আত্মা স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ– নিজেকেও প্রকাশ করে এবং অন্যান্য বিষয়কেও প্রকাশ করে। আত্মা স্বরূপতঃ অপরিণামী ও নিত্য, যদিও তার অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। দেহবিশিষ্ট আত্মা যেমন জ্ঞাতা, তেমনি কার্যাদির কর্তা ও বিষয়াদির ভোক্তা বলা যায়। দেহ না থাকলে জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই বলে আত্মা ও এক নয়। আত্মা যে দেহ থেকে ভিন্ন এক অতিরিক্ত সত্তা তার প্রমাণ আত্মসচেতনতা। মনে রাখা প্রয়োজন, সাংখ্য মতে, আত্মা ভোক্তা হলেও কর্তা নয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, আত্মা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হওয়ায় কর্তা ও ভোক্তা কোনটিই হতে পারে না। ন্যায় মতে আত্মাকে জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা বলে মানা হয়েছে। তবে জৈনদের মত জ্ঞানকে আত্মার স্বরূপগত ধর্ম বলে মানা

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-2, July-December 2025

হয় নি। জৈন মতে জ্ঞান আত্মার বৈশিষ্ট্য নয়, স্বরূপগত ধর্ম। অদ্বৈতীরা এক আত্মায় বিশ্বাসী। জৈনগণ কিন্তু বহু আত্মায় বিশ্বাসী। এই দিক থেকে সাংখ্য দর্শনের সাথে জৈনদের মিল লক্ষ্য করা যায়। নৈয়ায়িকরা আত্মাকে এক ও বহু উভয়ই স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে পরমাত্মা এক, কিন্তু জীবাত্মা নানা বা বহু। পরমাত্মা নিরাকার বলে তার কোন ভেদ নেই। জীবাত্মা সাকার এবং দেহের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলে দেহ ভেদে নানা।

এই প্রসঙ্গে দ্রব্য সম্পর্কে জৈন মতের সাথে অন্যান্য মতের তুলনা করা যেতে পারে। নৈয়ায়িকেরা গুণ ও কর্মের আশ্রয়কে দ্রব্য বলেছেন (গুণকর্মাশ্রয়ত্বং দ্রব্যম্)। গুণ গুণে থাকে না; কর্মও কর্মে থাকে না। গুণ ও কর্ম যেখানে থাকে তার নাম দ্রব্য। ন্যায় মতে, দ্রব্য ছাড়া গুণ থাকতে পারে না, কিন্তু গুণ ছাড়া দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। জৈন মতে, গুণ ছাড়া দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হতে পারে না। কারণ গুণ দ্রব্যের স্বাভাবিক ও স্বরূপগত ধর্ম। জৈন মতে, চৈতন্য জীবের নিত্য ও স্বরূপগত ধর্ম। ন্যায় মতে, কিন্তু চৈতন্য আত্মার আগন্তুক ধর্ম। স্বরূপতঃ আত্মা জড়। পাশ্চাত্য দর্শনে দ্রব্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা দেখা যায়। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা দ্রব্যের আলোচনায় সমধিক উৎসুক দেখা যায়। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের উদ্গাতা দেকার্তের মতে, স্ব-নির্ভরতা বা স্বাধীনতা (independence) দ্রব্যের ধর্ম। তিনি চেতন ও জড় দু'রকম দ্রব্য মেনেছেন। চৈতন্য মনের ধর্ম আর বিস্তৃতি জড়ের ধর্ম। অন্যভাবে বলা যায়, চৈতন্য জড়ে থাকে না; আর বিস্তৃতি মনে থাকে না। তাই তারা পরস্পর ভিন্ন বা স্বাধীন। এই জন্য তারা দ্রব্য নামে পরিচিত। মন ও দেহ বা চেতন ও জড় –এই দুই দ্রব্যকে দেকার্ত সাপেক্ষ দ্রব্য (Relative Substance) বলেছেন। কেননা শেষ বিচারে ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরই একমাত্র নিরপেক্ষ দ্রব্য (Absolute Substance)। দেকার্তের দ্রব্য-সংক্রান্ত এই মতবাদ দ্বৈতবাদ (Dualism) নামে পরিচিত। দেকার্তের পর স্পিনোজা স্ব-নির্ভর স্বাধীন দ্রব্য কখনই দুই হতে পারে না, একই হবে এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। আর এই দ্রব্য সীমিত (limited বা finite) হতে পারে না, অসীম (unlimited বা infinite) হবে। স্পিনোজার মতে, ঈশ্বরই একমাত্র দ্রব্য; মন ও দেহ ঈশ্বরের গুণ ও পর্যায়ভুক্ত। এই মতবাদ একত্ববাদ (monism) নামে পরিচিত। বুদ্ধিবাদী দার্শনিক লাইবনিজ কিন্তু অসংখ্য দ্রব্য মেনেছেন এবং এই সব দ্রব্য স্বতন্ত্রভাবে এই জগৎকে চিত্রায়িত করে চলেছে। লাইবনিজের মত বহুত্ববাদ (pluralism) নামে পরিচিত।

অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লক দ্রব্যকে জ্ঞাত গুণের অজ্ঞাত আধার (unknown substratum of known qualities) বলে দাবী করেছেন। তাঁর মতে, দ্রব্যের দু'রকম গুণ আমরা জানতে পারি। একটিকে মুখ্য গুণ (primary quality) বলা হয়। এটি দ্রব্যের স্বরূপ ধর্ম। যেমন, বিস্তৃতি, আকার ইত্যাদি। আর যে গুণ বস্তুধর্ম নয়, ব্যক্তিধর্ম তাকে গৌণ গুণ (secondary quality) বলা হয়েছে। যেমন, বর্ণ, স্বাদ ইত্যাদি। লক মনে করেন, আমরা দ্রব্য কি তা জানি না, কিন্তু গুণগুলিকে জানি। আর এই গুণগুলি আশ্রয়রূপে দ্রব্যকে অনুমান করি মাত্র। বার্কলে নামে অপর এক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক বলেন : যদি দ্রব্যকে আদৌ না জানা যায়, কেবল গুণকেই জানা যায় তাহলে গুণাতিরিক্ত দ্রব্য স্বীকারের কোন যৌক্তিকতা থাকে না। তাছাড়া মুখ্য ও গৌণ গুণের মধ্যে পার্থক্যও যুক্তিসহ নয়। হয় সব গুণকেই মুখ্য, নয় সব গুণকেই গৌণ আখ্যা দেওয়া সঙ্গত। চরম অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউম দ্রব্যের আস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। পার্থিব (physical) বা মানস (mental) কোন দ্রব্যই

অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না। অভিজ্ঞতায় যা পাওয়া যায় তা কতকগুলো বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষের সমষ্টিমাত্র।

আকর নির্দেশ

১) জৈনদর্শনের দিগ্‌দর্শন, শ্রীসতীন্দ্রচন্দ্র ন্যায়াচার্য।

২) সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী।

৩) আচার্য সায়ণ মাধব সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, শ্রীনরনাথ মুখোপাধ্যায়।

৪) বেদান্তদর্শন অদ্বৈতবাদ, ডঃ শ্রী অশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী।

৫) ভারতীয় দর্শন, ডঃ নিরোদবরণ চক্রবর্তী।

৬) ভারতীয় দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল।

৭) ভারতীয় দর্শন, দীপক কুমার বাগচী।

৮) দর্শন মঞ্জরী, ডঃ তপন কুমার চক্রবর্তী।

৯) বৌদ্ধ দর্শনম্, পঞ্চানন শাস্ত্রী।